Mr. Ahmad Taufique Sb.
P.O. & vill- Selbarash
via- Dharampasha
Dt Sylhet.

Reg. No. DA.—142

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা   প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।
২। চাঁদা, সাহায্য বা কাগজ পাওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।
৩। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।
৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,
পোঃ বক্স নং৬, ১৬/১২ মিশন পাড়া নারায়ণগঞ্জ।

নব পর্য্যায়—১২শ বর্ষ, | Fortnightly, Ahmadi, April. 22nd, 1959 | ৮ই বৈশাখ, ১৩৬৬ বাং ১৩ই শওয়াল, ১৩৭৮ হিঃ, | ২২শ সংখ্যা

ইসলামে খলীফা

আল্লাহতা'লা কোরআন করীমে বলিয়াছেন : "আল্লাহতা'লা তোমাদের মধ্যকার ঈমান আনয়নকারী ও যথোপযোগী আমলকারীগণের সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি তোমাদের মধ্য হইতে পৃথিবীতে খলীফা বানাইবেন যেরূপ পূর্ব্ববর্ত্তীগণের মধ্যে খলীফা বানাইয়াছিলেন এবং যে ধর্ম্ম তিনি তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন ইহা তাহাদের জন্য দৃঢ়ভাবে কায়েম করিয়া দিবেন এবং তাহাদের ভয়ের অবস্থার পর তিনি তাহাদের জন্য শান্তির অবস্থা আনয়ন করিবেন, তাহারা আমার এবাদত করিবে (এবং) কাহাকেও আমার অংশীদার বানাইবে না, এবং যাহারা ইহার পরও অস্বীকার করিবে তাহারা নাফরমানগণের মধ্যে গণ্য হইবে।" "সুরা নুর ৫৬ আয়াত।"

সংক্ষিপ্ত নোট :—বর্ত্তমানে একমাত্র আহমদীয়া জামাত ছাড়া মুসলমানগণের মধ্যে অন্য কোন খলিফা নাই। যদি কোন অমুসলমান কোন মুসলমান ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করেন যে, সুরা নুরের এই আয়েৎ অনুযায়ী ইসলামে খেলাফৎ প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন। অতএব আপনাদের খলীফা কে? এই প্রশ্নের উত্তরে আহমদীগণ সঙ্গে সঙ্গেই জামাতের খলিফার নাম পেশ করিবেন। কিন্তু অন্যান্য মুসলমান ভ্রাতাগণ কি উত্তর দিবেন? গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, এই প্রশ্নের উত্তরে উপরোক্ত আয়েৎকে অস্বীকার করিতে হইবে। যদি কেহ আয়েত অস্বীকার না করেন, তবে বলিতে হইব যে, আল্লাহ্‌তা'লার এই প্রতিজ্ঞা ইমান আনয়নকারী ও যথোপযোগী আমলকারী (অর্থাৎ খাঁটি মোমেন) গণের সহিত করা হইয়াছে মাত্র। যেহেতু আমি ঐ দলের লোক নহি কাজেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার কাজ নয়। এত দুভয় উত্তর ব্যতিত অন্য কোন উত্তর এই প্রশ্নের আছে কি?

স্বহস্তে কাজ করিয়া খাওয়া

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন :—"হজরত দাউদ (আঃ) নিজ হাতে কাজ করিয়া খাইতেন।"

বোখারী।

হজরত নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন—"হজরত জাকারিয়া (আঃ) সুত্রধরের কাজ করিতেন।" "মোসলেম।"

উপরোক্ত হাদিস স্মরন রাখিয়া তদুপরি আমল করিলে একজন আহমদীও বেকার থাকিবেননা। অলসতা নামক দুষ্ট ব্যাধি জামাত হইতে দূর হইবে। জামাতের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইবে। তারপর আর্থিক স্বচ্ছলতার সাথে সাথে তবলিগ কার্য্যের রাস্তা প্রসস্ত হইবে।

আমি যাহা কিছু পাইয়াছি, আঁ হজরত (দঃ) এর বদৌলত পাইয়াছি হজরত ইমাম মাহদি (আঃ) বলিয়াছেন "খোদা সাক্ষী, আমার এই সফলতা আমার রাব (প্রতিপালক) এর পক্ষ হইতে। অতএব আমি তাঁহার প্রশংসা করিতেছি। এবং নবী আরাবী (দঃ) এর প্রতি দরুদ পাঠ করিতেছি। তাঁহার নিকট হইতেই সমস্ত আশীষ অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তাঁহার নিকট হইতেই সমস্ত তানা বানা (কাপড়ের দৈর্ঘ প্রস্তের সুতা)। তিনিই আমাকে প্রকৃত বস্ত্র এবং শাখা প্রশাখা সরবরাহ করিয়াছেন। তিনিই আমার বীজ এবং জমি অঙ্কুরিত ও পল্লবিত করিয়াছেন।' "মিনান্নুর রহমান ৪২—৪৩ পৃঃ"।

দশ দিন আঁ হজরত (দঃ) এর তাবেদারীতে ঐ জ্যোতি প্রাপ্ত হওয়া যায় যাহা তৎপূর্ব্বে সহস্র বৎসরের সাধনায়ও পাওয়া যাইত না

হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেন :—"আমরা যখন ইনছাফের দৃষ্টিতে দেখি, তখন সমস্ত সিলসিলায়ে নবুয়তের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী নবী, জিন্দা নবী, খোদাতা'লার সবচেয়ে প্রিয় নবী মাত্র এক মহান ব্যক্তিকে জানি। অর্থাৎ তিনিই নবীগণের সর্দ্দার, রসুলগণের গর্ব্ব, মোরসেলগণের মুকুট, যাঁহার পবিত্র নাম হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (দঃ) যাঁহার ছায়াতলে দশ দিন চলিলে ঐ জ্যোতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা তৎপূর্ব্বে সহস্র বৎসরের সাধনায় ও প্রাপ্ত হওয়া যাইত না। "ছেরাজুম মুনীর ১২—১৩ পৃঃ"।

জুমা'র খোৎবা

আল্লাহতা'লার শুকর, অতি বৃষ্টির দিন থাকা সত্বেও জলসা সালনার মৌসুম ভাল ছিল প্রকৃত পক্ষে আমাদের সমস্ত কাজই আল্লাহতা'লা করেন, এই জন্য সর্ব্বদা আমাদিগকে তাঁহারই প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য আমাদের জামাত এই জন্য কায়েম করা হইয়াছে, যেন আল্লাহতালা এবং হজরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (দঃ) এর ইজ্জৎ পৃথিবীতে কায়েম করা যায়

হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) প্রদত্ত ২রা জানুয়ারী ১৯৫৯ইং তারিখে খোৎবার অনুবাদ "এই খোৎবা দ্রুত লিখন বিভাগের দায়িত্বে ১।২।৫৯ইং তারিখে 'আল ফজলে' প্রকাশ করা হইয়াছে।"

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন, জলসা সালানার সময় মৌসুমের প্রশ্ন এইরূপ; যাহা মানব শক্তির বাহিরে এবং এই সম্বন্ধে কোন তদ্‌বির কার্য্যকরী হইতে পারেনা। এইবার জলসার পূর্ব্বে এত বৃষ্টি হইয়াছে যে, পরিচালকগণ ঘাবড়াইয়া যান এবং বলিতে আরম্ভ করেন যে সমস্ত তন্নুর (চুল্লি) খারাপ হইয়া গিয়াছে, আমাদের বুদ্ধিতে আসেনা কি করিব। মাত্র ইহাই হইতে পারে যে, লঙ্গর খানার তন্নুর দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায় এবং মেহমান গণকে অল্প খানায় তুষ্ট থাকিতে উপদেশ দেওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহতা'লা তাঁহার অসহায় বান্দার দোয়া কবুল করিয়াছেন এবং বৃষ্টির পর জলসা সালানার দিনগুলি বড় আরামে গিয়াছে এবং পরিচালকগণ অনায়াসে মেহমানগণকে আহার করাইয়াছেন। আমার স্মরণ আছে, হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) আল্লাহতা'লার নিকট হইতে ইলহাম প্রাপ্ত হইয়া জলসা সালনার ভিত্তি স্থাপন করার পর, মাত্র ১৯২৮ ইং সনের জলসা সালানার ২৮শে ডিসেম্বর বৃষ্টি হইয়াছে। বৃষ্টি যখন প্রায় সমস্ত দিনই হইতেছিল, তখন আমি এই বলিয়া এক ঘোষণা লিখিলাম যে, যেহেতু বৃষ্টির দরুন বন্ধুগণের জন্য একত্রিত হইয়া দোয়া করা মুশকিল এই জন্য আমি সোওয়া পাঁচটার সময় দোয়া করিব, সমস্ত বন্ধু ঐ সময় নিজ নিজ কামড়াতে থাকিয়া দোয়াতে শামিল হইবেন। আল্লাহতা'লার কুদরত, আমি এই ঘোষণা লিখিতেইছিলাম, হঠাৎ বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল এবং আল্লাহতা'লা আমাকে "কোরআন করীম পাঠ করিতে করাইতে এবং ইহার ব্যাখ্যা করিতে কোন কোন বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা প্রয়োজন" সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করিবার তৌফিক দিলেন।

তদ্রূপ ১৯৪৬ইং সনের জলসা সালানার শেষ দিন বৃষ্টি ছিল। কিন্তু আল্লাহতা'লা আমাকে বক্তৃতা করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন।

মোট কথা আল্লাহতা'লা প্রত্যেক জলসার সময় ফজল করিয়াছেন এবং বৃষ্টির দরুন ইহাতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় নাই। সাধারণতঃ জলসা সালানার পর শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, এই বৎসরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইজন্য, জলসা সালানার বক্তৃতা এবং বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাতের দরুন যে দুর্ব্বলতা আসিয়াছে; তাহা দুর হইবার সুযোগ খুব অল্প পাওয়া গিয়াছে। (জলসা সালানার সময় আগত মেহমানগনের সাক্ষাৎও একটি বিরাট ব্যাপার। এই জলসাতে প্রত্যেক মেহমানের সহিত অন্ততঃ দুইবার করমর্দ্দন এবং সামান্য আলাপও করিতে হয়। গত জলসায় লক্ষাধিক মেহমানের সমাগম হয়। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, দুই লক্ষাধিক বার কেবল করমর্দ্দনই করিতে হইয়াছে। সুবহানাল্লাহ। (সং, আঃ,) তারপর আমার উরুদেশে ব্যাথা ও জিহবায় জখম ছিল। আমার ধারনা ছিল যে, জলসায় বক্তৃতা করিতে পারিব না। কিন্তু আল্লাহতা'লার ফজলে আমি গত বৎসর অপেক্ষা দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছি ... বিহবলতা এই জন্য, উরু দেশের কষ্টের দশমাস অতীত হইতে চলিল, কিন্তু কষ্ট দুর হয় নাই। এমন না হয় যে, ইহা পুরাতন ব্যাধিতে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু আল্লাহতা'লা ফজল করিলে, শীত হ্রাস পাওয়ায় পর অন্যান্য দুর্ব্বলতার সহিত উরুর ব্যাথাও চলিয়া যাইবে এবং শরীরও শক্তিশালী হইবে। ......

—...মোট কথা আল্লাহতা'লা এই জলসার সময় আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন যে, সমস্ত কাজ তিনিই করেন। আমাদের সমস্ত কাজ যখন আল্লাহতা'লারই করিবার তখন আমাদের জামাতের কর্ত্তব্য সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। তিনিই জামাতের উন্নতি এবং ইসলামকে পুনর্ব্বিজয়ী করিবার সামান করিয়া দিবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বর্ত্তমানে ইসলাম সকলের চেয়ে অত্যাচারিত এবং ইসলাম সমস্ত ধর্মের প্রশংসা করা সত্বেও এবং পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত নবীর সম্মান করা সত্বেও ঐ সমস্ত নবীর উম্মতগণ হজরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (দঃ)কে গালি দিতেছে। এই সমস্ত বিষয় আল্লাহতা'লার আত্মমর্য্যাদায় জোশ আনয়ন করিয়াছে এবং আল্লাহতা'লা আপনাদিগকে এই জন্য দাঁড় করাইয়াছেন যে, আপনারা ইসলামের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে সমস্ত নবীর উম্মতের প্রতি মেহেরবান ছিলেন তাহা উজ্জ্বলিত করিয়া পুনরায় আঁ হজরত (দঃ) এর ইজ্জৎ পৃথিবীতে কায়েম করেন।

ইহা স্মরণ রাখিবেন, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর ইজ্জৎ প্রতিষ্ঠিত হইলেই পৃথিবীতে আল্লাহতা'লার ইজ্জৎ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ তা'লার অস্তিত্ব সর্ব্বোচ্চে। কিন্তু ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, খোদাতা'লার অস্তিত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (দঃ)-ই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণের উপর যখন কাফেরদের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে দোয়া করিয়াছিলেন তাহা ইহাই ছিল, হে আল্লাহ! পৃথিবীতে তোমার নাম বোলন্দকারী এই ক্ষুদ্র দলটি যদিও ধ্বংশ হইয়া যায়, তবে কেয়ামত প র্য্যন্ত তোমার নাম লইবার মত পৃথিবীতে আর কেহই থাকিবেনা। ইহাতে সন্দে হ নাই যে, খোদা খোদাই, এবং বান্দা বান্দাই। কিন্তু ইহাতে ও সন্দেহ নাই যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ই. পৃথিবীতে খোদাতা'লার ইজ্জৎ কায়েম করিয়াছিলেন। যদি পৃথিবীতে

খোদাতালার নাম চিরস্থায়ী থাকিতে পারে, তবে এই ভাবেই থাকিতে পারে যে, হজরত রসুল করীম (দঃ) ও চিরস্থায়ী থাকেন। অতএব নিজেদের প্রাণের জন্যই নহে বরং মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং খোদাতালার জন্য আমাদিগকে এই দোয়াতে রত থাকিতে হইবে যে, হে আল্লাহ! আমরা যাহা কিছু করিতেছি ইহাতে মাত্র আমাদেরই ইজ্জৎ নহে বরং স্বয়ং হজরত রসুল করীম (দঃ) এবং তোমার ও ইজ্জৎ হইতেছে। এই জন্য তুমি আমাদিগকে সাহায্য কর এবং আমাদের সমর্থনে তোমার ফেরেশতাগণকে নাজেল কর, যেন তোমার এবং মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর নাম দুনিয়াতে রৌশন হয় এবং কোরআন করীমের সত্যতা পৃথিবীতে প্রকাশ পায়।

আহমদী মহিলাগণের সালানা জলসা

বিগত পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমন আহমদীয়ার বার্ষিক জলসার সময় আহমদী মহিলাগণও তিন দিন ব্যাপি জলসার কার্য্য অতীব সুচারুরূপে সমাপন করেন। জলসার প্রথম দিবস ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে "মোসলেহ মাউদ দিবস" প্রতিপালিত হয় এই উপলক্ষে মহিলাদের "মোসলেহ মাউদ দিবস" এর জলসা ২নং ইস্পাহানী কলোনীতে সাহেবজাদা হজরত মির্জা জাফর আহমদ সাহেবের কুঠিতে অনুষ্ঠীত হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৯টায় লাজনা আমাউল্লাহর তত্ত্বাবধানেও হুরুন্নেছা বেগম সাহেবার সভা নেতৃত্বে জলসা অনুষ্ঠিত হয় ৪নং বকশী বাজার রোডস্থিত মহিলা জলসা গাহতে। জলসার কার্য্যসূচী আরম্ভ হয় পবিত্র কোরআন করীম তেলাওত দ্বারা অতঃপর নজম পাঠ ও বিভিন্ন মহিলাগণ তাহাদের লিখিত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন অধিকাংশ প্রবন্ধই তবলীগও তরবিয়তী ছিল যেরূপ "হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর শিক্ষা ও প্রকৃত ইসলাম" "হজরত মোসলেহ মাউদ (আইঃ) এর যুগে জামাতের উন্নতি ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে লিখিত ছিল। খোদাতালার ফজলে এ বৎসর ২০০ হইতেও অধিক মহিলা জলসায় যোগদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ঢাকা ছাড়া বাহির হইতেও যেরূপ রংপুর, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা এবং ঢাকা জিলার তেজগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ইত্যাদি স্থান হইতে মহিলাগণ আগমন করিয়াছিলেন।

নিবেদিকা—**মিসেস আনছার**
ইনচার্জ্জ জলসা কমিটি লাজনা আমাউল্লাহ
ঢাকা।

জলসা—"ইয়াওমে মসিহ মাউদ (আঃ)"

২৩শে মার্চ্চ তারিখ আহমদীয়তের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ। কারণ ১৮৮৯ ইং সালের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) পাঞ্জাবের অন্তর্গত লুধিয়ানা সহরে তৎকালীন বিখ্যাত পীর হজরত আহমদ জান সাহেবের বাড়ীতে সর্ব্ব প্রথম বয়েৎ নিয়াছিলেন।

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর হস্তে সর্ব্ব প্রথম বয়েৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন হজরত মওলানা, হেকীম, হাজী নুরুদ্দীন (রাঃ)। ঐ দিন মোট ৪০ জন লোক বয়েৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জলসা ইয়াওমে মসিহ মাউদ (আঃ) অনুষ্ঠানের মূল কারণ হইল ২৩শে মার্চ্চ তারিখকে স্মরণীয় দিনে পরিণত করা। যেহেতু এখন ২৩শে মার্চ্চ তারিখকে পাকিস্তান সরকার "পাকিস্তান দিবসে" পরিণত করিয়াছেন, এজন্য আমরা ২৩শে মার্চ্চের পরিবর্ত্তে ২২শে মার্চ্চ তারিখে 'ইয়াওমে মসিহ মাউদ (আঃ) বা "মসিহ মাউদ দিবস" পালন করিতেছি। প্রত্যেক আহমদী ভবিষ্যতের জন্য এই তারিখটি স্মরণ রাখিবেন।

নারায়ণগঞ্জে মসিহ মাউদ (আঃ) দিবস পালন

বিগত ২২শে মার্চ্চ তারিখে নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমনে "মসিহ মাউদ (আঃ) দিবসের" জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আহসান উল্লাহ সিকদার সাহেব।

জলসার কার্য্য আরম্ভ হয় জনাব কারী ওলফৎ হসেন সাহেবের কোরআন তেলাওৎ দ্বারা।

অতঃপর নজম পাঠ করেন বালক ইকরাম উল্লাহ সিকদার।

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর পবিত্র জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন জনাব মোঃ আনোয়ার আলী সাহেব পবিত্র জীবন যে সত্যবাদীতার কষ্টিপাথর এবং হজরত রসুল করীম (দঃ) যে স্বীয় দাবীর অনুকূলে বিরুদ্ধবাদীগণের সামনে পবিত্র জীবন পেশ করিয়াছিলেন তাহা কোরআন দ্বারা প্রমাণ করেন। অতঃপর হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) ও যে স্বীয় দাবীর সত্যতার লক্ষণ স্বরূপ পবিত্র জীবন পেশ করিয়াছেন তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া বলেন। অতঃপর প্রেসিডেন্ট সাহেব তদীয় বক্তৃতায় এই জলসার উদ্দেশ্য, এই সম্বন্ধে জামাতের কর্ত্তব্য বর্ণনার পর হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর ১৮৮৯ইং সালের ২৩শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করেন এবং কি কাজ করিলে জামাত সহজে, অতি সহজে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারিবে তাহা উল্লেখ করেন। সভার পর মেহমানগণকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়।

ক্রোড়া আঞ্জুমনে জলসা

ক্রোড়া আঞ্জুমন হইতে জনাব সালেহ মোহাম্মদ ভূঞা সাহেব জানাইতেছেন, তথায় ও উক্ত তারিখে সফলতার সহিত "মসিহ মাউদ (আঃ) দিবস" পালন করা হইয়াছে এবং জলসা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব। সভায় বক্তৃতা করেন, ১। জনাব মোসলেহ উদ্দিন খাদিম সাহেব। ২। জনাব খলিলুর রহমান ভূঞা সাহেব। ৩। জনাব সালেহ মোহাম্মদ ভূঞা সাহেব। (একজন বক্তা ও নজম পাঠ কাহার দ্বারা হইল নামগুলি পাঠ করিতে পারিলাম না। সঃ আঃ)

সভায় আহমদী ছাড়া স্থানীয় অন্যান্য ভ্রাতাগণও যোগদান করিয়াছেন।

ইসলাম প্রচার বিশ্ব-ব্যাপী

আহমদীয়া ইসলাম প্রচার মিশন লাইবেরিয়া (পশ্চিম আফ্রিকা)

লাইবেরিয়া আফ্রিকার সর্ব্ব পুরাতন গণ-তন্ত্রের দেশ ইহার আয়তন ৪২ হাজার বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। লাইবেরিয়ার রাজধানী মনরোভিয়াতে আহমদীয়া ইসলাম প্রচার মিশন কায়েম করা হয় ১৯৫৬ ইং সালে। এই দেশে বাহাই ধর্ম্মালম্বীগণ সুচারুরূপে তবলিগী কার্য্য করিতে থাকায় আহমদী মিশনারীর সর্ব্ব প্রথম

মোকাবেলা হয় বাহাইদের সাথে। স্থানীয় প্রফেসার ডাক্তার এবং বিশিষ্ট লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি বাহাই ধর্ম্মের অসাড়তা প্রমাণ করেন। খোদাতালার ফজলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জনসাধারণের দৃষ্টি আহমদীয়া মিশনের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং উচ্চ শিক্ষিত ও বিশিষ্ট লোকগণ মিশনে আসিয়া ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞাত হইতে থাকেন। আমাদের মিশনারী লাইবেরিয়ার প্রেসিডেণ্টের সহিত দুইবার সাক্ষাৎ করিয়াছেন। প্রথম সাক্ষাতে নিজের এবং মিশনের পরিচয় দান করেন এবং ইসলামী লিটারেচার উপহার দেন। প্রেসিডেণ্ট সাহেব এই অনুষ্ঠানে ভাইস প্রেসিডেণ্ট মন্ত্রী সভার সদস্যগণ ও হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ এর স্পীকারকে উপস্থিত রাখিয়াছিলেন। আমাদের মিশনারী একজন আমেরিকান আহমদী, একজন গয়ের আহমদী চিফ ইমাম ও কতিপয় গয়ের আহমদী মর্যাদা সম্পন্ন লোক সমভিব্যবহারে প্রেসিডেণ্ট সমীপে এক মানপত্র পেশ করেন। এই মানপত্রে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ইসলামের সৌন্দর্য্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ করেন যে, একমাত্র ইসলামই ঐ ধর্ম্ম যাহা পৃথিবী হইতে জাতি ও বর্ণ বৈষম্য নিশ্চিহ্ন করিতে পারে। এই মানপত্র সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করেন এবং প্রভাবান্বিত হন। এই অনুষ্ঠান একটি আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল কারণ ইতিপূর্ব্বে কেহই কোন মুসলমানকে প্রেসিডেণ্ট ভবনে মন্ত্রী সভার উপস্থিতিতে এই ভাবে ইসলামের তবলীগ করিতে দেখেন নাই। এই সাক্ষাতের ফলে স্বরাষ্ট্র সচিব আমাদের মিশনারীকে কোরআন করীমের তফসিরী নোট এবং অন্যান্য ইসলামী গ্রন্থ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন প্রকৃতই ইসলাম সাম্য ও শান্তির ধর্ম্ম। আপনি নির্বিঘ্নে এই দেশে ইসলামী শিক্ষা প্রচার করিতে থাকুন। কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইলে নিঃসঙ্কোচে আমাদিগকে লিখিবেন।

খোদাতালার ফজলে এখানে বহুলোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

লাইবেরিয়ার পশ্চিমে সিয়ালিয়ন উত্তরে ফ্রান্সগিনি। পূর্ব্বে আইভোরী কোষ্ট এবং দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগর।

তাই তো সবারে ডাকি।

(মোহাম্মদ আনোয়ার আলী)

মহাউল্লাসে গণিতেছি দিন আসিবে সেদিন কবে।
আকাশ বাতাস ধ্বনিবে যেদিন মাহ্‌দীর জয় রবে।
তেয়াগের ডাকে সাড়া দিল যারা আজিকে রাখিল রোজা।
গর্দ্দান পেতে নিল আজি যারা শক্তির বেশী বোঝা।
সে মহা-বিজয় দিনের খুশীটি করিতে নিকট তর
বুকে নিল যারা দরিদ্রতার জহরমাখানো শর।
স্রষ্টার সাথে দীরঘ দিনের ছিন্ন সূত্রখানি
সাধনার বলে আবার যাহারা কসিয়া বাঁধিল টানি।
দিন দিল যারা দ্বীনের কাজে নিশীথেও দিল নিদ।
দ্বীন ইস্‌লামের বিজয়ের দিনে তাহাদেরই হবে ঈদ্‌।

তৃষিত ধরার বক্ষে নামাতে খোদার আশীষ ধারা।
মহা যাতনার বহ্নিদহন বরণ করিল যারা।
মুক-বঞ্চিত বণি-আদমের মুখেতে ফুটাতে হাসি।
অকাতরে সদা সয়ে গেল যারা অসহ বেদনরাশ
আপনজনের বিচ্ছেদ-জ্বালা বিদ্রূপ অনুপম।
পদে পদে যারে করিল দহন নরক যাতনা সম।
তাদেরই ললাটে রয়েছে মুক্তি নরক যাতনা হতে।
নর-দানবের শেষ সংগ্রামে তাহাদেরই হবে ফতেহ্‌।
প্রভুর দুয়ারে মোহাজের যারা আপন যা কিছু ফেলে।
তিলে তিলে যারা দিল আপনারে মৃত্যুর দ্বারে ঠেলে
আবেহায়াতের ভরা জাম হতে আকণ্ঠ করি পান
সে ঈদের দিনে তারাই লভিবে মৃত্যু-বিহীন প্রাণ।
সংশয়হীন আসিবে সে দিন নাহি আর বেশী বাকী।
দরদ ভরা কণ্ঠে আজিকে তাই তো সবারে ডাকি।

আহ্বান।

বিগত ২২।২।৫৯ ইং তারিখে ঢাকা দারুত তবলিগে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মজলিশ সুরার ৩নং রিজলিউশন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত রিজলিউশন অনুযায়ী জানান যাইতেছে যে, বাংলা ভাষায় অনুদিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বিবেচনা এবং প্রকাশ কার্য্যের জন্য একটি সাব কমিটি গঠন করা হইবে। অতএব বন্ধুগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে কাহারো নিকট বাংলায় অনুদিত পাণ্ডুলিপি থাকিলে, উক্ত পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থে প্রাদেশিক আঞ্জুমনের জেনারেল সেক্রেটারী সাহেবের নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। সং, আঃ।

আমার দেখা মালির

সাহিদউর রহমান করাচী।

২৪।১১।৫৮ ইং

'মালির' নাম শুনে হয়ত আশ্চর্য্য হচ্ছেন যে এ আবার কি রকম ধরণের বা কিসের নাম। মালির করাচীর শহর তলীতে অবস্থিত একটি উপশহর যাহা বিশেষ করে মোহাজের দ্বারা আবাদ হয়েছে। ইহা শহর হইতে প্রায় ১৫।১৬ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। চতুর্দ্দিকে সবুজ প্রান্তর, খেজুর গাছ ও অন্যান্য গাছপালা ইত্যাদি দিয়ে ঘেরা যেন বাংলার মতই সুজলা সুফলা শস্য শামলায় অনুকরণে তৈরী হয়েছে গ্রামখানি। বাস ট্যাণ্ড হইতে একটি মাটির রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে কোয়েটাওয়ালা বিল্ডিংয়ে গ্রাণ্ড হোটেলের নিকট রাস্তার দুই পার্শ্বে সবুজ ক্ষেত আর তার কিনারে কিনারে খেজুর গাছ ও অন্যান্য রকমের গাছ পালা মিলে উহার সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধন করিতেছে। এ যায়গা দেখার আগে কখনও ধারণা হয় নাই যে, এই শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতেও এ ধরণের সুন্দর সুদৃশ্য জায়গা রয়েছে। এখানে ছুটির দিনে প্রায় সকল শ্রেণীর লোকই শহর হইতে বনভোজন বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আসে।

এখন যে উদ্দেশ্যে আমার আসার সুযোগ হয়েছে তাই বলছি। শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর বেলা প্রায় ৫ ঘটিকায় স্থানীয় আমীর চৌধুরী আবদুল্লাহ খান সাহেবের সভাপতিত্বে তিন দিবস ব্যাপী (২৬, ২৭ ও ২৮শে সেপ্টেম্বর) করাচী খোদ্দামুল আহমদীয়ার তৃতীয় বার্ষিক ইজতিমাহ বা সম্মেলনের উদ্বোধন হবে। জুম্মার নামাজের পর জানা গেল যে জমাতের পক্ষ হইতে সেখানে যাওয়ার জন্য ২।৩ খানা বাস রিজার্ভ করা হয়েছে। সৃষ্টিকর্ত্তাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে প্রস্তুত হ'লাম। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, একমাত্র রাবওয়া ব্যতীত করাচীতেই এ ধরণের সম্মেলন হয়ে থাকে। এবার শুনা যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের আরও ২।১ জায়গায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

বেলা প্রায় ৩টায় আমরা সদর (এমপ্রেস মার্কেট) হইতে রওয়ানা হয়ে ৪ টায় মালির কোয়েটা ওয়ালা বিল্ডিংয়ে পৌঁছি। খোদ্দামদের সম্মেলনের জায়গা হ'ল বিল্ডিংয়ের সামনে বিরাট খোলা মাঠে ১৯৫৪ ইং সনে আমহমদীয়ার জামাতের প্রিয় নেতা হজরত মির্জা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব ইউরোপ সফরে যাওয়ার পূর্ব্বে এই বিল্ডিংয়ে কয়েক দিন অবস্থান করেছিলেন। এই দিক দিয়া ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে আহমদীদের নিকট ইহা ছাড়াও সমগ্র পাকিস্তানবাসীদের নিকটও ইহার গুরুত্ব রয়েছে কারণ বাংলার খ্যাতনামা ও বিদ্রোহী কবি নজরুল ইছলামের প্রতিভার স্ফুরণ শুরু হয় মালির মিলিটারী ক্যাম্প হইতে, যখন তিনি বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দিয়ে করাচীতে আসেন।

বেলা পাঁচটায় আমীর সাহেব সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। প্রথম আমীর সাহেব স্বহস্তে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা ও তৎপর খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকা উত্তোলন করেন। কোরাণ ও নজম পাঠের পর স্থানীয় কায়েদ জনাব আবদুর রহিম বেগ সাহেব জামাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বাণী সমূহ পাঠ করেন। তার মধ্যে আমাদের বর্ত্তমান নেতা হজরত সাহেবের বাণীই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাই পাঠকদের খেদমতে উহার বাংলা অনুবাদ পেশ করতেছি।

"করাচী খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষে আমাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। খোদ্দাম অর্থাৎ স্বেচ্ছা সেবকদের জন্য একই উপদেশ হ'তে পারে—সে হ'ল এই যে, তারা তাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করুক ও মানব জাতির খেদমতে লাগুক। কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার এক সম্মেলনে একথা আমি বিশেষভাবে বলিতেছি যে, খোদ্দামদের অর্থ এই নয় যে, তারা শুধু ইছলাম বা আহমদীয়তের সেবক বরং আহমীয়তের মধ্য হইতে এই সংঘটিত সমগ্র মানব জাতির খেদমতে যথা সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করেছে।

পুনরায় করাচীর খোদ্দামদের বিশেষ করে এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি যে উহা পাকিস্তানের রাজধানী হওয়ায়—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের লোকদের আনাগোনা হয় এবং সেই হিসাবে সেখানে তাদের খেদমত করার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলেছেন—"প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যাহার হাত ও জিহ্বা হইতে তাহার প্রতিবেশীরা নিরাপদ।" উপরোক্ত বাণীকে স্মরণ রেখে তাদের এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত। শুধু নিজেকে মুসলমান বলায় কোন তাৎপর্য্য বা বিশেষত্ব নেই। সত্যিকারের মুসলমান তিনি যিনি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনে সংগ্রাম করেন।

অতএব সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে পৃথিবীতে শান্তি কায়েম করার জন্য সংগ্রাম কর। জাতি ধর্ম্ম ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের উপকারে লেগে যাও।

এই সম্মেলনে শুধু খোদ্দামই প্রায় ৫০০ যোগদান করেছিল। কর্ম্মসূচী বিশদভাবে বলতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাই সংক্ষেপে শুধু উল্লেখযোগ্য ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করব। সাধারণতঃ সম্মেলনকে নিম্ন লিখিত কয়েক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :—

(১) খেলাধূলা (২ শিল্পপ্রদর্শনী (৩) বিতর্ক (৪) মোশায়েরা বা কবিদের আসর এবং (৫) Symposim বা আলোচনা সভা।

তারমধ্যে আৎফালদের (অর্থাৎ ১৬ বছরের নীচে ছেলেদের) একটি বিভাগ ছিল। তাদেরও প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এভাবে কচি মনের মধ্যে জমাতের নিয়মানুবর্ত্তিতার সম্বন্ধে বিরাট ভাবে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে যেন ভবিষ্যতে সত্যিকারের আহমদী হিসাবে ইছলামের বাণী দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে পারে।

এই ধরণের সম্মেলনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের উপকারিতা রয়েছে। একে একদিক দিয়া যেমন যুবকদের ও বালকদিগকে জমাত সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তেমনি জমাতের বাহিরে যারা আছেন তাদেরকে আহমদীয়তের activities বা কার্য্যাবলীর সম্বন্ধে জানবার

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্পাদকীয়

জনাব মৌঃ মোঃ হারুণ সমীপে !

আপনি "ফৎওয়ায়ে তকফিরে কাদিয়ান" নামক পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :— "কাদিয়ানীরা এক নূতন পায়গাম্বরীর দাবী করিয়া শুধু আকিদায়ে নহে বরং মুছলমানদের মধ্যে লেন-দেন প্রভৃতি সব রকমের ব্যাপারে আসমান জমিন প্রভেদ করিয়া তুলিয়াছে।" জনাব মৌলবী সাহেব ! আপনি একজন আলেম। আপনি যদি আহমদীয়া জামাতের আকিদা সম্বন্ধে না জানিয়া ইহা লিখিয়া থাকেন, তবে কোরআন হাদিস খুলিয়া পাঠ করুন মিথ্যা সংজ্ঞা সম্বন্ধে। আর যদি জানিয়া লিখিয়া থাকেন, তবে তো ইহা প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় মিথ্যা। নিম্নে আহমদীয়া জামাতের আকিদা বা ধর্ম্ম বিশ্বাস উদ্ধৃত করা গেল।

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম্ম বিশ্বাস বা আকায়েদ

আমরা বিশ্বাস করি, সর্ব্ব শক্তিমান আল্লাহতালাই বিশ্ব চরাচরের মালিক। তিনি অক্ষয় ও অব্যয় এবং তাঁহার কোন শরীক নাই।

আমরা দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে, ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম এবং কোরআন করীম আল্লাহর বাণী।

কোরআনের শিক্ষানুযায়ী আমরা ফেরেশতা, ওয়াহী, নবীগণের আবির্ভাব, হাশরের দিন এবং ভাল মন্দের ব্যাপারে তকদীরে বিশ্বাসী।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং খাতামান নাবীঈন বলিয়া জানি। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, হজরত রসুল করীম (দ.) যে বিধান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মানুষের জন্য তাহাই সর্ব্বশেষ ঐশী বিধান আল্লাহর নির্দ্দেশিত এই বিধান পরিবর্ত্তনের কোন ক্ষমতা মানুষের নাই এবং স্বয়ং আল্লাহতা'লাই ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনিও উহার কোন পরিবর্ত্তন করিবেন না। এই ঐশী বিধানের সমস্ত অনুশাসনই শেষ দিন পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে এবং সকল অনুশাসনের সংশ্লিষ্ট সর্ত্তাদী শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত মানব জাতির নিকট বাধ্য বাধক থাকিবে।

কোরআন করীমের পরই সুন্নাহ এবং ছহি হাদিসের অনুশাসনগুলিকে আমরা অবশ্য পালনীয় বলিয়া মনে করি এবং এই সমস্ত অনুশাসন হইতে সামান্যতম বিচ্যুতিকেও গোনাহ বলিয়া গণ্য করি।

আমরা হজরত রসুল করীম (দঃ) এর সাহাবাগণ এবং তাঁহার পবিত্র পরিবারের সকলকেই কোরআন করীমের বাণী ও হজরত রসুল করীম (দঃ) এর গুণাবলীর মহিমাময় এবং মূর্ত্ত আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করি ! তাঁহাদের অনুসৃত পথ হইতে যাহারা সরিয়া গিয়াছে তাহারা নিশ্চয় আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ, হজরত রসুল করীম (দঃ) এর হাদিস এবং তাঁহার সাহাবাগণের নির্দ্দেশ ও বাণী অনুযায়ীই আমরা নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, জাকাৎ আদায় করি এবং মক্কাশরীফে গিয়া হজ্জ সম্পন্ন করিয়া থাকি। সেই কেবলাকেই (কাবা শরীফকে) সমস্ত মুসলমান জাতির ধর্ম্ম কেন্দ্র ও আশ্রয়স্থল বলিয়া স্বীকার করি।

আমরা আমাদিগকে হজরত রসুল করীম (দঃ) এর ওম্মত বলিয়া দাবী করি আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতাও তাহাই করিতেন।

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হজরত রসুল করীম (দঃ) এর কলেমা "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" পাঠ করিতেন এবং আমরাও তাহা পাঠ করিতেছি। এই কলেমা ব্যতীত আমরা অন্য কোন কলেমা পাঠ করি না। যাহারা এই কলেমায় বিশ্বাসী নহে আমাদের মতে তাহারা কোরআন এর নির্দ্দেশ লঙ্ঘন ও ইসলামকে অস্বীকার করিতেছে। যাহারা এই কলেমা পাঠ করেন এবং কেবলা মুখী হইয়া নামাজ আদায় করেন তাহাদিগকেই আমরা রসুলুল্লাহ (দঃ) এর ওম্মত বলিয়া মনে করি।

"আহমদীয়া জামাতের ইমামের ঘোষণা ১৬।৬।৫৩ ইং।"

জনাব মৌলভী সাহেব ! এই হইল আহেমদীয়া জামাতের আকায়েদ বা ধর্ম্ম বিশ্বাস। ইহাই ইসলামী আকায়েদ। আল্লাহতা'লার ফজলে আহমদীয়া জামাত প্রকৃত ইসলামী আকায়েদের উপর কায়েম আছে। আর যদি আপনার নিজস্ব আকায়েদ থাকে তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা।

একটি পত্র।

From Chandpur Glorious Club.
2-4-59.

জনাব সম্পাদক সাহেব !

আচ্ছালামু আলায়কুম।

আপনার পাক্ষিক "আহমদী" পড়ে চাঁদপুর গ্লোরিয়াস্ ক্লাবের সভ্যগণ এবং স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীগণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। যথা রীতি আমাদের সমিতির নামে "আহমদী" এবং অন্যান্য পত্র পত্রিকা পাঠাইয়া অজ্ঞাত বিষয়কে জ্ঞাত করাইতে আপনার অনুগ্রহ কামনা করিতেছি। আপনার পত্রিকার প্রত্যেকটি কলাম বা শব্দ উপদেশ পূর্ণ ও শিক্ষনীয় যাহা হউক আমরা আপনার পত্রিকার পাঠক। রীতিমত কাগজ দিয়ে উপকৃত করিতে আজ্ঞা হয়। ইতি—

আপনার ভবদীয়—
স্বাঃ মাহবুবুল আলম
সেক্রেটারী চাঁদপুর গ্লোরিয়াস্ ক্লাব।

তারপর আপনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, "লেন-দেন" প্রভৃতির ব্যাপারেও আহমদীগণ আকাশ পাতাল প্রভেদ করিয়া তুলিয়াছে। আপনার এই কথাও মিথ্যা। আমরা আহমদীগণ "লেন-দেন" এর ব্যাপারে ইসলামী নীতি অনুসরণ করি এবং মুসলমান ও অমুসলমান সকলের সহিত আমাদের লেন-দেন চলিতেছে। স্মরণ রাখিবেন, আপনার এই অপপ্রচারে আহমদীয়তের ক্ষতি হইবে না বরং উপকার হইবে। কারণ এই অপপ্রচারের পর যখন প্রকৃত বিষয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবে তখন তাহারা সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

অতঃপর আপনি লিখিয়াছেন, মরিয়মের বেটা ইছা (আঃ) আসমান হইতে তোমাদের ন্যায় বিচারক শাসনকর্ত্তা হিসাবে অবতীর্ণ হইবেন।"

এখানে সর্ব্বপ্রথম প্রণিধানযোগ্য বিষয় হইল, "আসমান" শব্দ। প্রকৃত পক্ষে এই হাদিস হইল 'বোখারী'র কিন্তু বোখারী'তে আসমান শব্দ নাই আমাদের এই দাবী, যে 'বোখারী'তে 'আসমান' শব্দ নাই, নাই, নাই।

তবে এই শব্দ আসিল কোথা হইতে? এই "আসমান" শব্দ ইমাম বায়হাকীর হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি যাহা ১৩২৮ হিজরীতে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার ওফাতেরও পর মুদ্রিত, উহাতে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইমাম বায়হাকী সাহেব এই হাদিস 'বোখারী'

হইতে নকল করিয়াছিলেন। ইহা সর্ব্বজন বিদিত সত্য যে, যে শব্দ আসল গ্রন্থে না থাকে তাহা নকলে থাকিতে পারে না! ইমাম বায়হাকী স্বীয় গ্রন্থের ২০১ পৃষ্ঠায় স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহা 'বোখারী'র রেওয়ায়েত। এখানে আর একটি প্রশ্নের উদয় হয়। তাহা হইল, হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে যে 'আসমান' শব্দ নাই তার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর ইমাম জালালউদ্দিন সয়ুতি (রহঃ) বায়হাকী হইতে এই হাদিস নকল করিয়া তফছির দুররে মনসুর জিঃ ২, ৪২ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত তফছির খুলিয়া দেখিলে আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। যদি বায়হাকীর হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপিতে 'আসমান' শব্দ থাকিত, তবে উহার নকল তফছির দুররে মনসুরেও থাকিত। অতএব 'আসমান' শব্দটি যে কল্পিত ইহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

আবার কেহ এই প্রশ্নও করিতে পারেন যে, 'আসমান' শব্দ জবরদস্তি ঢুকাইবার প্রয়োজন কি ছিল?

উত্তর:—হাদিসের আসল শব্দ হইল—"নাজালা ফিকুম এবনু মারইয়ামা।" এখানে নাজিল হইবেন এবনে মরিয়ম থাকায়, যাহারা হজরত ঈসা (আঃ) কে আকাশে জীবিত আছেন বলিয়া বিশ্বাস রাখেন। তাহারা স্বয়ং হজরত ঈসা (আঃ) কে আকাশ হইতে অবতরণ করাইবার চেষ্টায় সফল কাম হইবার জন্য এই 'আসমান' শব্দটি আবিষ্কার করিয়াছেন একটি প্রকৃত বিষয়কে ঢাকিবার চেষ্টা করিলে যে, অনেকগুলি অপ্রকৃত বিষয় আসিয়া হাজির হয়, তাহা বোধ হয় 'আসমান' শব্দের আবিষ্কারকের স্মরণ ছিল না। কারণ এক মাত্র 'আসমান' শব্দ দ্বারাই এই সমস্যার সমাধান হয় না। এখানে 'নাজিল' এবং 'এবনে মরিয়ম' রহিয়াছে। নাজিল শব্দের অর্থে আকাশ হইতে অবতরণ এবং 'এবনে মরিয়ম' অর্থেও শুধু হজরত ঈসা (আঃ) কে বুঝায় না। 'নাজিল' অর্থে যে, আকাশ হইতে অবতরণ নহে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল।

১। আল্লাহতালা বলিয়াছেন:—"তোমাদের প্রতি হজরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (দঃ) কে নাজিল করিয়াছি।"

"সুরা তালাক ২ রুকু।" হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কি আকাশ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন?

২। তোমাদের জন্য জানোয়ার নাজিল করিয়াছি। "সুরা যমর ১ম রুকু" জানোয়ার কি আকাশ হইতে আসে?

৩। লোহা নাজিল করিয়াছি। সুরা হাদীদ ৩ রুকু। লোহা কি আকাশ হইতে পতিত হয়?

৪। পোষাক নাজিল করিয়াছি সুরা আরাফ ৩ রুকু। পোষাক কি আকাশ হইতে অবতরণ করে?

৫। কনজুল ওম্মাল ৭ম, জিলদ, ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, আঁ হজরত (দঃ) একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ করিলেন। আকাশ হইতে অবতরণ (নাজালা) করিয়াছিলেন কি?

৬। আঁ হজরত (দঃ) বলিয়াছেন:—আমার ওম্মতের একদল লোক এমন ভূমিতে অবতরণ করিবে, যার নাম বসরা। আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন কি?

৭। সব চেয়ে মজার বিষয় হইল এই যে, হাদিসে দজ্জাল সম্বন্ধেও নাজিল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দেখুন বোখারী। তবে কি দজ্জাল ও আকাশ হইতে অবতরণ করিবে?

নাজিল শব্দ দেখিলেই যে আকাশ হইতে অবতরণ করা বুঝায় না তার কতিপয় প্রমাণ উপরে পেশ করা গেল। নিম্নে এবনে মরিয়ম বলিতে যে, একমাত্র হজরত ঈসা (আঃ)ই নহেন। এই সম্বন্ধে কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন:—মরিয়ম এবং এবনে মরিয়ম ছাড়া অন্যান্য সমস্ত শিশুকে ভূমিষ্ট হইবার সময় শয়তান স্পর্শ করে। 'বোখারী' এখানে প্রশ্নের উদয় হয় যে, তবে কি অন্যান্য নবীগণকে এবং আঁ হজরত (দঃ)কে ও শয়তান স্পর্শ করিয়াছিল? ইহার উত্তরে আল্লামা যমখশরী তফছির কেশশাফ ২য়, জিলদ, ৩০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—এই হাদিসের অর্থ এই, মরিয়ম এবং এবনে মরিয়ম ছাড়া প্রত্যেক শিশুকেই শয়তান পথভ্রষ্ট করিতে চায়। কেননা তাঁহারা উভয়ে পবিত্র ছিলেন এবং তদ্রূপ প্রত্যেক ঐ শিশু (ও ইহাতে শামেল) যাহারা মরিয়ম এবং এবনে মরিয়মের গুণ বিশিষ্ট। এই হাদিসে মরিয়ম এবং এবনে-মরিয়ম বলিতে মাত্র দুইজনকে বুঝায় নাই বরং দুই প্রকার মানুষ বুঝাইয়াছে। অর্থাৎ মরিয়ম ও এবনে মরিয়মের গুণ বিশিষ্ট মোমেনও আম্বিয়াগণকে আঁ হজরত (দঃ) মরিয়ম ও এবনে মরিয়ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। ভবিষ্যতে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

জনাব ফকির আবদুর রৌফ সাহেব!

আপনি লিখিয়াছেন, "আপনাদের জামাতের বহু বেতন ভোগী কর্ম্মচারীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং আমাকে বহু রকমে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এমন কি আমাকে এইরূপও বলা হইয়াছে যে আপনি যদি আমাদের জামাতে শামিল হন তবে আপনার যাবতীয় ব্যয় বহন করা হইবে।" ইহা ছাড়া আপনার পত্রের অন্যান্য স্থানেও "বেতন ভোগী মোবাল্লেগ বেতনভোগী কর্ম্মচারী" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

জনাব ফকির সাহেব! আল্লাহতালার শুকর যে, আপনি আমাদের মোবাল্লেগগণকে একমাত্র "বেতনভোগী"ই লিখিয়াছেন, খয়রাত খোর, ফিৎরা খোর, সদকা খোর, ওয়াজ বিক্রয়কারী, ফতোয়া বিক্রয়কারী, নামাজ বিক্রয়কারী, কোরআন পাঠ বিক্রয়কারী, তাবিজ বিক্রয়কারী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন নাই এবং পারিবেনওনা ইনশআল্লাহ।

জনাব! আপনি পুনরায় কোরআন করীম পাঠ করুন। ইহাতে পাইবেন যে, ইসলামে একদল লোক এমনও থাকিবেন যে, নিজের এবং পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের [

বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য্য কারণ বশতঃ গত জানুয়ারী হইতে 'আহমদী'র যত পৃষ্ঠা কম ছাপা হইয়াছে তাহা ক্রমশঃ পূর্ণ করা হইবে। সঃ, আঃ।

শুভ-বিবাহ

বিগত ৭ই ফাল্গুন ১৩৬৫ বাং তারিখে রাজশাহী জিলার অন্তর্গত দিঘাপাতিয়া নিবাসী মোঃ বাদল আলী সাহেবের পুত্র মোঃ শোমজ্জান মিঞার বিবাহ, উক্ত জিলার মাহমুদ নগর নিবাসী কুশাই মণ্ডল সাহেবের কন্যা মোসাম্মাৎ রাবেয়া খাতুনের সহিত জামাতের মুরব্বী জনাব মৌঃ আবু তাহের সাহেব পড়াইয়াছেন। বিবাহের মোহরাণা ধার্য্য হইয়াছে মং ২৫০৲ আড়াইশত টাকা বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতা'লা নব দম্পতির ইহ ও পরকাল মঙ্গলময় করেন।

জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় ঐ অর্থ উপার্জ্জনের জন্য সময় পাইবেন না। তাঁহারা একমাত্র দ্বীনের কার্য্যেই লিপ্ত থাকিবেন। জাতির কর্ত্তব্য তাঁহাদের প্রয়োজন মিটানো। আমাদের মোবাল্লেগগণ ঐ শ্রেণীরই লোক। তাঁহারা ইসলামের খেদমত কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের পারিবারিক খরচ (খুবই গরীবানা ধরণের) জামাত বহন করিতেছে মাত্র। এই খরচ তাঁহাদের যোগ্যতা অনুসারে দেওয়া হয় না এবং দিবার শক্তি জামাতের এখনও হয় নাই। যোগ্যতা হিসাবে দিতে গেলে আমাদের আমেরিকার মিশনারী ইনচার্জ্জ সাহেবকে কত টাকা দিতে হইবে? তিনি তো একজন এম, এ, পি, এইচ, ডি। তিনি তো আমেরিকার সর্ব্ব প্রধান লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও সর্ব্বোচ্চ সভাতে বক্তৃতা করিতে সমর্থ। বহির্দ্দেশে আহমদী মিশনারীগণ যে সমস্ত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন যে সমস্ত সংবাদ পত্রে লিখিতেছেন, যে সমস্ত সভাতে বক্তৃতা দিতেছেন, যে-সমস্ত লোকের সহিত করমর্দ্দন করিতেছেন তাহা আপনাদের কল্পনাতিত জাগতিক মর্য্যাদাও যোগ্যতানুসারে বেতন দিতে হইলে কোন কোন আহমদী মিশনারীকে মাসিক সহস্র সহস্র টাকা দিতে হইবে যাহা জামাত দিতে অক্ষম কোন মোবাল্লেগ আপনাকে বলিয়াছেন যে, আপনি আহমদী হইলে যাবতীয় খরচ বহন করা হইবে। তাঁহার নাম বলিতে পারেন কি? পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমন আহমদীয়ার যে বিভাগ দ্বারা এদেশের মোবাল্লেগগণ পরিচালিত। আমি ঐ বিভাগের সেক্রেটারী। ১৯৫২ ইং সন হইতে আমি এই কার্য্যে নিযুক্ত আছি। আমি তো কোন মোবাল্লেগকে বলি নাই যে, কেহ আহমদী হইলে তাহাকে আমরা টাকা দিব। তারপর কাহারো বিবেক এই কথা বিশ্বাস করিতে পারে না যে, আহমদী হইলেই টাকা পাওয়া যায়। কারণ টাকা দিবে কোথা হইতে? আহমদী হইবার পূর্ব্বে আমাকেও আলেমগণ বলিতেন যে, আহমদী হইলে টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু আমি উহা বিশ্বাস করিতাম না। এখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা বলিতেছি যে, টাকা পাওয়া যায় না। বরং বিনা বেতনে কাজ করিতে হয় এবং অন্যান্য কার্য্য দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ হইতে নির্দ্দিষ্ট হারে চাঁদা দিতে হয়। আপনার, আহমদী মোবাল্লেগগণকে বেতন ভোগী বেতন ভোগী বলাটা একমাত্র ছিদ্রযুক্ত সুইকে সহস্র সহস্র ছিদ্রযুক্ত চালুনির উপহাস করার ন্যায়।

—বেনামী পত্র।—

কোন কোন সময় আমাদের নিকট এমন গালি গালাজপূর্ণ পত্র আসে যাহাতে প্রেরকের নাম থাকে না। ঐ সমস্ত বেনামী পত্র লেখক ভ্রাতাগণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, আমরা গালির উত্তরে গালি দেইনা। কারণ ইহা ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে। তারপর আমাদের প্রভু হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা হইল এই, "গালীয়াঁ ছোনকার দোয়া দোও পা'কে দুখ আরাম দোও" অর্থাৎ "গালি শ্রবণে তৎপরিবর্ত্তে দোয়া দাও, এবং কেহ দুঃখ দিলে তাহাকে আরাম পৌঁছাও।" আপনারা আপনাদের নামোল্লেখ করিয়া পত্র লিখুন এবং কোন প্রশ্ন থাকিলে করুন আমরা উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

সঃ, আঃ।

—আখবারে আহমদীয়া—

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) পীড়িত আছেন। হুজুর (আইঃ) এর কোমর ও পায়ের ব্যথা এখনও আরোগ্য হয় নাই। বন্ধুগণ দোয়া জারী রাখিবেন।

———

বিশ্ব আহমদীয়া শুরা কনফারেন্স (পরামর্শ সভা) সুচারুরূপে রাবওয়াহতে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আগামী আর্থিক বৎসরের বাজেট ইত্যাদির খবর আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হইবে।

———

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও বহির্দ্দেশে স্থাপিত আহমদীয়া মিশন সমূহে পবিত্র ঈদুল ফিৎর সর্ব্ব মহা সমারোহের সহিত পালন করা হইয়াছে। ঐ সমস্ত উৎসবে মুসলমান ছাড়া অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী গণ্যমান্য ব্যক্তিগণও অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংক্ষিপ্ত বিবরণ আগামী সংখ্যায় দেখুন।

———

পশ্চিম আফ্রিকার সিরালিউন জামাতের আহমদী মহিলা সংঘের তবলীগে তথায় ৪ জন খৃষ্টান মহিলা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

———

হ্যাগ এবং জিউরিক মিশনে রমজান মাস এবং ঈদুল ফিতরের দিনে ৫ জন খৃষ্টান ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

অনুবাদক চাই।

"আহমদী" পত্রিকার উদ্দেশ্য, আহমদীয়তকে পেশ করা। আহমদীয়তকে পেশ করিতে হইলে, কোরআন, হাদিস, মলফুজাতে মসিহ মাউদ (আঃ), খোৎবা জু'মা, ইসলাম প্রচার সংবাদ ও আখবারে আহমদীয়া প্রকাশের পর স্থান সঙ্কুলান হইলে অন্যান্য প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। অতএব উপরোক্ত বিষয় সমূহের অনুবাদ কার্য্যে ইচ্ছুক বন্ধুগণ পত্রালাপ করুন। সঃ, আঃ

আমার দেখা মালির

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। বর্ত্তমান যুগ হল প্রচারের যুগ এ যুগে প্রচারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সব চেয়ে বেশী। তাই এ রকম সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমাদের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বাহিরের লোককে ওয়াকেফহাল করা দরকার।

খোদ্দামও আৎফালদের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা পালন করা সম্মেলনের খুব বেশী গুরুত্ব নেওয়া হয়—যাতে করে এরা ভবিষ্যতে সত্যিকারের ইছলামী সৈনিক হতে পারে এখানে ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক যাতে বুঝা যাবে কি রকম শক্ত ভাবে নিয়মানুবর্ত্তিতা পালন করা হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন রাত্রে Symposim শেষ হওয়ার পর আমি বাসায় আসার জন্য রওয়ানা হয়েছি। গেটে একজন খোদ্দাম (গার্ড) আমাকে বাইরে যাওয়ার পাশ দেখাতে বললেন। আমার নিকট কোন পাশ বা অনুমতি পত্র না থাকায় দেখাতে পারলাম না। সেই ভদ্রলোক আমাকে উপদেশ দিলেন এলাকার Leader এর নিকট থেকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি লিখে আনার জন্য। আমার এলাকা হ'ল মার্টিন রোড। মার্টিন রোড এলাকার যে Camp রয়েছে তারই Leader এর নিকট থেকে বাইরে যাওয়ার পাশ লিখিয়ে আনলাম তারপর Pass খানা Reception Office এ দিলাম। ঐখানে যিনি ডিউটীতে ছিলেন। তিনি তার রেজিষ্টারীতে নোট করে দস্তখত দিলেন। এতে প্রায় ঘণ্টা খানিক সময় লেগে গেল। কিন্তু এই ছোট্ট একটা নজীর থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, নিয়মানুবর্ত্তিতা কত শক্তভাবে পালন করা হচ্ছে।

ক্রমশঃ।

Printed at the Satya-Sadhana Chhapakhana, Narayanganj. Edited and Published by Md. Ahsanullah Sikder from 4, Baksh Bazar Road, Dacca